গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২) বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম পথপদর্শক। বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর এই সন্তানের চিন্তাচেতনা শুধু তৎকালীন নয়, চিরকালীন। তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা আমাদের কাছে শাশ্বত বাণী। বাল্যকাল থেকেই বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের) বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝে নিতে চাইতেন। অজানা, অচেনার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন। ছাত্রজীবনেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে আসেন। তাঁর জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। খুব তাড়াতাড়ি তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে জায়গা করে নেন এবং প্রধানতম শিষ্য হয়ে উঠেন। এখান থেকেই তাঁর জীবনে বৈরাগ্যের সূচনা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুদেবের অনেক অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হন। এসময় প্রচুর মানুষের সংস্পর্শেও আসেন। এরপর তিনি বিদেশ যাত্রা করেন এবং নানা দেশ অতিক্রম করে আমেরিকার শিকাগো শহরে পৌঁছে সেখানে আয়োজিত ধর্মমহাসভায় ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে বলতে উঠে সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা দেন। এতে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশ-বিদেশে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেশ-বিদেশের এই মানুষগুলির মধ্যে অনেকের

সঙ্গে তিনি আজীবন যোগাযোগ রেখে গেছেন। তাদের উন্নততর চরিত্র গঠন করে দেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন মানবজাতির উন্নতিকল্পে ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং সেগুলির রূপায়নে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল। ফলে তাঁর কলম দিয়ে প্রচুর প্রবন্ধধর্মী গদ্যরচনা, চিঠিপত্র যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি তিনি ভ্রমণকাহিনি, কবিতা ও সঙ্গীতও তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এছাড়াও বেশ কিছু রচনার বাংলা অনুবাদও তিনি করেছেন। এগুলিই বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্ম। আমাদের গবেষণায় বিবেকানন্দের জীবনীর পাশাপাশি তাঁর এই সমস্ত সাহিত্যকর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। আর তা করতে গিয়ে এই গবেষণা বিষয়কে পূর্ণতা দিতে নিম্নোক্ত অধ্যায় বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দের জীবনী

এই অধ্যায়ে বিবেকানন্দের জন্ম ও বংশ পরিচয়, তাঁর শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ, পরিব্রাজক জীবন, আমেরিকাযাত্রা, শিকাগো ধর্মমহাসভা, ইউরোপ-ইংল্যাণ্ডসহ অন্যত্র অবস্থান, নানা জনকল্যাণমূলক কাজ, বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা, জীবনের বিবিধ কর্ম থেকে শুরু করে মহাসমাধি পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও শ্রেণীবিন্যাস

এই অধ্যায়ে বিবেকানন্দ সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে সেগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলি হল—

ক) বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য।

খ) বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য।

গ) বিবেকানন্দের কবিতা।

ঘ) বিবেকানন্দের অনুবাদকর্ম।

ঙ) বিবেকানন্দের সৃষ্ট সঙ্গীত।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্য : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে পুর্ববর্তী অধ্যায়েকৃত বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্মের শ্রেণীগুলির অন্তর্গত সাহিত্যধর্মী রচনাগুলির বিস্তারিত পরিচয় উদ্ঘাটন করে সেগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছি। এখানে বিবেকানন্দের যে সমস্ত রচনা আলোচিত হয়েছে সেগুলি হল—

১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ২। বর্তমান ভারত, ৩। পরিব্রাজক, ৪। ভাববার কথা, ৫। বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে লেখা ১৫৩টি বাংলা চিঠি, ৬। কবিতা, ৭। নানা অনুবাদমূলক রচনা এবং ৮। সঙ্গীতচর্চা।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান ও প্রসঙ্গ

এই অধ্যায়ে বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে কতটা অবদান রেখেছে তা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি। পাশাপাশি পরবর্তীকালে বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যচর্চায় বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্যকর্ম, চিন্তাভাবনা, দর্শন প্রভৃতির প্রভাব ও প্রসঙ্গ কীভাবে পড়েছে সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার

পূর্বের আলোচনা থেকে বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ছবি উঠে এসছে। সেই সঙ্গে সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনা থেকে বিবেকানন্দ এবং তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি ভূমিকাংশে স্থাপিত হয়ে যেন একটি চক্রের সূচনা হয়েছে এবং এই চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটেছে উপসংহারে।